প্রথম মানব

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম

এর সৃষ্টিবৃত্তান্ত

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

আদম আ. এর সৃষ্টি
আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাগণের অভিমত
ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব
আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদার নির্দেশ এবং ইবলীসের অবাধ্যতা
হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বর্ণনা
আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের তাওবা
আদম-হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে
আলোচিত ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
আলোচিত বর্ণনা থেকে শিক্ষা

باسمہ تعالی

আদম আ. এর সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ○ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ اِلَّآ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰۤی اَنْ یَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِیْنَ ○

অর্থঃ নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত শুকনো ঠনঠনা মাটি থেকে এবং এর আগে জিন সৃষ্টি করেছি গরম আগুন থেকে। স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি গন্ধযুক্ত কাঁদার শুকনো ঠনঠনা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। অতঃপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাকমতো গঠন করলাম এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ সঞ্চার করে দিলাম, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সিজদাবনত হলো। তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করলো; কিন্তু ইবলীস ছাড়া, সে সিজদাকারীদের দলে শামিল থেকে অস্বীকার করলো। (সূরা হিজর, আয়াত: ২৬-৩১)

আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার খামির প্রস্তুত হওয়ার আগেই আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের জানালেন, মাটি দিয়ে এক মাখলুক পয়দা করবেন, যার নাম হবে “বাশার” (মানুষ) এবং সে মাখলুক পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান লাভ করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে আসমান-যমিন, ফেরেশতা ও জিনদের সৃষ্টি করেন। আর ফেরেশতাদের আসমানে এবং জিনদের যমিনে বসবাস করার নির্দেশ দেন। তখন জিনরা এক লম্বা সময় ধরে পৃথিবীতে বসবাস করে।

এরপর তাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে, হিংসা-বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। তারা পরস্পরে মারামারি-কাটাকাটি ও খুন-খারাবী চালাতে থাকে।

তখন আল্লাহ তা‘আলা, ঐসব দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ফেরেশতাদের একটি দলকে পৃথিবীতে পাঠান। ঐসকল ফেরেশতাকেও অনেকের মতে জিন বলা হতো। তারা ছিলেন জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাদের নাম ছিল জিন। তাদের নেতা ছিল ইবলীস। সে ছিল তাদের সরদার ও সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে সেই ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে আসলেন এবং জিনদেরকে পাহাড়-জঙ্গলে তাড়িয়ে দিলেন আর নিজেরা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর আল্লাহর ইবাদত হালকা করে দিলেন।
আল্লাহ তা‘আলা ইবলীসকে পৃথিবী ও এর নিকটবর্তী আসমানের রাজত্ব এবং জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। তাই সে কখনো যমিনে, কখনো আসমানে এবং কখনো জান্নাতে দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর ইবাদত করতো।

এই উচ্চপদমর্যাদার দরুন ইবলীসের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হলো। সে মনে মনে বললো, আমাকে আল্লাহ তা‘আলা এই

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

রাজত্ব ও মর্যাদা দান করার কারণ হলো, আমি সমস্ত ফেরেশতার সরদার ও গুরু।

প্রথম মানব আদম 'আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।

আল্লামা বাগাবী রহ. এর উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ইবলীস ছিল ফেরেশতা। আল্লাহ তা' আলা ইরশাদ করেন,

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّآ اِبْلِیْسَ

অর্থঃ ফেরেশতাগণ সকলে একসঙ্গে সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া।

এ আয়াতের ইসতিসনা (اِسْتِثْنَا) থেকেও এটাই বুঝা যায়। কেননা, তাদের দলে শামিল না হলে তাদের থেকে ইসতিসনা (পৃথকীকরণ) করা হলো কেন?

তবে হযরত হাসান বসরী রহ. সহীহ সনদের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন, ইবলীস ছিল মূলত জিনদের অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাদের সুহবাতে সে বড় আবেদ বনে গিয়েছিল এবং ফেরেশতাদের সাথেই সে মিলে-মিশে থাকতো। এজন্য হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদা করার হুকুম তার উপরও আরোপিত হয়েছিল। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অপর এক আয়াত ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস দিয়ে হযরত হাসান বসরীর মতটিই মজবুত বলে প্রমাণিত হয়।

TOP

আল্লাহ তা‘আলা যখন ইবলীস ও ফেরেশতাগণকে আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা করার আদেশ দিলেন, তখন ইবলীস অহংকারবশত তা করতে অস্বীকার করলো।

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাগণের অভিমত

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির সৃষ্টির সূচনায় হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার বিষয়টি ফেরেশতাগণের সামনে উপস্থাপনের ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তো আপনার গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করেই চলছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমিই জানি, যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩০)

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাগণ থেকে পরীক্ষা নেয়ার জন্য স্বীয় এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, আমি আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে বিশ্বে তার

খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এতে ইংগিত ছিল যে, তারা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং মানুষের উপর খিলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব দেয়ার কারণ ফেরেশতাদের পুরোপুরি বুঝে আসে নাই।

বরং এর পরিবর্তে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদেরই যোগ্যতম বলে মনে করলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, নেক আমল আর সৎ কাজ করাই তাদের স্বভাবজাত গুণ। তাদের দিয়ে পাপ ও অন্যায় কাজ আদৌ সম্ভব নয়। তারা সবসময়ই আল্লাহর অনুগত। তাই এ পৃথিবীতে শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও তারাই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

তাদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ তা'আলা শাসকোচিত ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেন, إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আমিই জানি, যা তোমরা জান না।

অর্থাৎ বিশ্ব খিলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেই ওয়াকিফহাল নও। তা কেবল আমি পরিপূর্ণভাবে জানি।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের সাথে উপরোক্ত কথাবার্তা বলার পর হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে ادیم زمین অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

থেকে সৃষ্টি করলেন। এক্ষেত্রে যমিন থেকে সব রঙের মাটি নিয়ে তা বিভিন্ন পানি দিয়ে খামির করলেন। তারপর তিনি তা সুবিন্যস্ত করে বাতাসে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ঠনঠনা বানিয়ে তাতে রূহ ফুঁকে দিলেন। তাতে পয়দা হয়ে গেলেন মনুষ্য শরীরে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالٰى خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ فَجَاءَ بَنُوْ اٰدَمَ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ.

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে এমন এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আর এ কারণেই আদম-সন্তানদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ এর মাঝামাঝি। আবার কেউ কোমল, কেউ কর্কশ, কেউ অনাচারী ও কেউ সদাচারী হয়।

এক্ষেত্রে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটি সংগ্রহ করার রহস্য হচ্ছে, সব ধরনের যোগ্যতা তাতে সন্নিবেশিত করা। (তাফসীরে মাযহারী)

ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন বলেন, আমি যমিনে খলীফা বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যা ইচ্ছা সৃষ্টি করবেন, কিন্তু নিশ্চয় আমাদের চেয়ে উত্তম কোন মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। আর যদি কোন মাখলুক আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিও করেন, তবু জ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকবো

নিশ্চয়। কেননা, প্রথমত আমরা তাদের আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং দ্বিতীয়ত আমরা এমন সব আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি, যা তারা দেখেনি।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنۡۢبِـُٔوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝ قَالُوۡا سُبۡحٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ ۝ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنۡۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۚ فَلَمَّآ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ اِنِّىۡٓ اَعۡلَمُ غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۙ وَاَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَمَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ۝

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাগণের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, তোমরা এসবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি অতি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম, তাদের এগুলোর নাম বলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে যখন আদম 'আলাইহিস সালাম তাদের সেগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমিনের যাবতীয় অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ, আমি সবই জানি? (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩১- ৩৩)

হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন, এব্যাপারে তাফসীরকারদের থেকে

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, সারাবিশ্বের সমস্ত মাখলুকের নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. বলেন, যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমনকি বড় পেয়ালা ও ছোট পেয়ালার নামও শিখিয়েছিলেন।

অনুরূপ কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে যা আগে হয়েছে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত রবী ইবনে আনাস রহ. বলেন, তাকে ফেরেশতাগণের নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, তার সন্তানসন্ততির নাম শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

আবার কেউ কেউ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, আদম ‘আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

তেমনিভাবে কারো কারো অভিমত হলো, আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে সমস্ত ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। একারণেই আদমসন্তানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। (তাফসীরে মাযহারী)

সারকথা, আল্লাহ তা‘আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনন্য মর্যাদার বিষয়টি চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত করলেন এবং বললেন, বিশ্ব খিলাফতের জন্য পৃথিবীতে যতো সৃষ্ট জিনিস রয়েছে এর নাম, গুণাবলী, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত তোমাদের মধ্যে এধরনের যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই। কিন্তু আদমের মধ্যে সেই গুণাবলী আছে।

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

আল্লামা বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের আত্মাহীন দেহ মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে রাখা ছিল। তখন ইবলীস সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, একে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? এরপর সে তার সঙ্গী ফেরেশতাদের বললো, যদি তাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম বানানো হয় এবং তোমাদের তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা কী করবে? ফেরেশতাগণ সবাই এক স্বরে বললেন, আমরা আমাদের রবের হুকুম মেনে নিব। ইবলীস তখন মনে মনে বললো, আল্লাহর কসম, আমাকে যদি তার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তবে আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বো। আর তাকে যদি আমার উপর ক্ষমতাবান করা হয়, তা হলে অবশ্যই আমি তাকে অমান্য করবো।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা আদম 'আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের পর ফেরেশতাদের বলেন,

وَاَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَمَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ

অর্থঃ এবং আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা তোমরা লুকিয়েছিলে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৩)

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যে আমার আনুগত্য প্রকাশ করেছে তা আমি জানি। আর শয়তান যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা তার মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, সে সম্পর্কেও আমি অবগত।

আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদার নির্দেশ এবং ইবলীসের অবাধ্যতা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের মাঝে যেহেতু ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ছিল। এখন আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জিনদের দিয়ে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য তাদের হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা করার আদেশ দিলেন।

তখন আল্লাহ তা‘আলার হুকুম পাওয়ামাত্র সকল ফেরেশতা একসঙ্গে সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস সিজদা করলো না। সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থঃ যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন তারা সবাই সিজদা করলো ইবলীস ছাড়া। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৪)

সুজূদ (سجود) বা সিজদা (سجدة) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করা। আর শরী‘আতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে যমিনের উপর কপাল রাখা।

ফেরেশতাগণের প্রতি যে সিজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, এর দিয়ে শর‘ঈ সিজদা বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সিজদা

গণ্য হবে আল্লাহ তা‘আলারই জন্য। কেননা, এর নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। সেই সাথে এর দিয়ে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অনন্য সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এতে করে প্রথমপর্যায়ে ফেরেশতাগণ আদম ‘আলাইহিস সালামের মর্যাদা যে অস্বীকার করেছিল, তা অসার প্রমাণিত হবে এবং এর বিপরীতে তাদের দিয়ে আদম ‘আলাইহিস সালামের সুউচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রমাণিত হবে। এ হিসেবে বলা যায়, আল্লাহর জন্য সিজদার ক্ষেত্রে আদম ‘আলাইহিস সালামকে কিবলা বানানো হয়েছিল। হাদীস শরীফে এমনটিই বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদম-সন্তান যখন (পবিত্র কুরআনের) সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে, তখন শয়তান কোনায় গিয়ে কান্না করে এবং বলতে থাকে, আফসোস, আদম-সন্তানকে সিজদার হুকুম করা হয়েছে, আর সে সিজদা করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। অপরদিকে আমাকে সিজদার হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি, তাই আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!

এই ব্যাখ্যা অনুসারে اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ-এর لِ (অর্থ জন্য) শব্দটি اِلٰى (অর্থ দিকে)-এর অর্থ দিবে। এতে অর্থ হবে আদমের দিকে ফিরে আমাকে (আল্লাহকে) সিজদা করো।

অথবা আয়াতটির তাবীর এভাবেও করা যায় যে, ফেরেশতাদের তরফ থেকে যেহেতু বাহ্যত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার জন্য আপত্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই তাওবা হিসাবে তাদের উপর

একটি সিজদা ওয়াজিব হয়েছে। আর ওই সিজদার মূল কারণ আদম ‘আলাইহিস সালাম হওয়ার দরুন لِاٰدَمَ বলা হয়েছে।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে আদমের কারণে আমাকে সিজদা করো। তখন لِاٰدَمَ-এর لِ হরফটি কারণমূলক অব্যয় হবে।

কিংবা এখানে সিজদার আদেশ দিয়ে সিজদা শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য বলেও তাবীর করা যায়। অর্থাৎ আদমের সামনে সম্মানসূচক বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করো। যেরূপ হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাকে সম্মানসূচক সিজদা করেছিল। (তাফসীরে মাযহারী)

ইবলীস হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার সময় দুটি কথা বলেছিল, প্রথমত সে বলেছিল, আদম মাটির তৈরী এবং আমি আগুনের। আপনি মাটির আদমকে আমি-আগুনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন?

এই প্রশ্নটি আল্লাহ তা‘আলার আদেশের বিপরীতে সেই নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই।

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, একথা বলাইবাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এই অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে মালিককে প্রশ্ন করবে, এর রহস্য কী? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে কুরআন মজীদে তার স্পষ্ট কোন উত্তর দেওয়া হয়নি।

তবে বাহ্যিক উত্তর হলো, এক বস্তু অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সেই সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তা-ই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কারো কোনরূপ আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি কিছু মুখলিস বান্দা ছাড়া আদমের গোটা বংশধরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।

আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তরে বলেছেন, আমার খাঁটি বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না, যদিও তোর গোটা বাহিনীর সর্বশক্তি এই কাজে নিয়োজিত হয়। আর অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে, তাদের দুর্দশা তা-ই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তাদের সবাই নিপতিত হবে।

কুরআন মজীদে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا

۝ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে বললো, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করবো, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? সে বললো, আচ্ছা বলুন তো, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন

(তার মধ্যে মর্যাদার কী আছে?) , আপনি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, তা হলে আমি স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের আমার বশীভূত করে ফেলব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের যথার্থ শাস্তি। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৬১- ৬৩)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উক্ত বিষয়টি এভাবে বিবৃত করা হয়েছে,

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيۡرٌ مِّنۡهُ ۚ خَلَقۡتَنِىۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِيۡنٍ ○

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা বললেন, কোন বিষয়টি তোমাকে সিজদা করতে বারণ করলো যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি? ইবলীস উত্তরে বললো, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২)

অর্থাৎ শয়তানের বক্তব্য ছিল, আমি আদমের চেয়ে অধিক সম্মানিত। কেননা, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আগুন ঊর্ধ্বগামী আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা নিম্নমুখী। আগুনের সৃষ্টির সাথে মাটির সৃষ্টির তুলনা হতে পারে না। অতএব আমি কেন আদমকে সিজদা করবো?

আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, মনের গুপ্তবিষয়ও তিনি জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট সমান। ইবলীসের মনের অবস্থা তিনি সবই জানতেন। তবু তিনি পরীক্ষার জন্য এবং সর্বসমক্ষে তার জবাব প্রকাশ করানোর জন্য ইবলীস-শয়তানকে উক্ত প্রশ্ন করেছেন।

TOP

হতভাগা ইবলীস নিজের গর্ব ও অহংকারের দরুন একথা ভুলে গেল যে, যখন সে এবং আদম উভয়ে আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্ট, তখন সৃষ্টজীবের মূল তথ্য, স্রষ্টার চেয়ে বেশী সৃষ্টজীব নিজেও জানতে পারে না। শয়তান নিজের আত্মগরিমা ও অহংকারের কারণে এই কথাটি বুঝতেই পারলো না যে, ইজ্জত- সম্মান কখনো ঐ জিনিসের উপর নির্ভর করে না, যা দিয়ে সে তৈরী বরং ইজ্জত- সম্মান নির্ভর করে ঐ সমস্ত গুনের উপর, যা বানানেওয়ালা বানানোর পর ঐ জিনিসের মধ্যে দিয়েছেন।

শয়তানের জবাব যেহেতু অহংকার ও গর্বের মূর্খতাপ্রসূত ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে স্পষ্ট বলে দিলেন, মূর্খতাজনিত গর্ব ও অহংকার তোকে এত অন্ধ করে দিয়েছে যে, তুই নিজের স্রষ্টার হকও ভুলে গিয়েছিস। সে কারণে আমার নির্দেশে আপত্তি উত্থাপন করেছিস, যা এই কথা প্রমাণ করছে যে, আমি (আল্লাহ) তোকে যে আদেশ করেছি তা আমার (আল্লাহর) অন্যায় হয়েছে। আমাকে (আল্লাহকে) দোষী প্রমাণ করার মতো বেআদবী আর দুঃসাহস তোর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। একথা বুঝতে পারলি না যে, তোর মূর্খতা তোকে আসল তথ্য বুঝতে অক্ষম ও অপারগ বানিয়ে দিয়েছে। অতএব, তুই এখন এ অবাধ্যচরণের জন্য চিরস্থায়ী ধ্বংসের উপযুক্ত হয়েছিস এবং এটাই তোর কাজের উপযুক্ত বিনিময়। সুতরাং তুই এই জান্নাত থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা এবং তোর নিজের ও তোর অনুসারীদের পরিণতি হিসাবে চিরস্থায়ী অভিশাপ ও জাহান্নামের অপেক্ষায় থাক।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে থেকে তুই অহংকার করবি, তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যা; তুই নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিস। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩)

ইবলীস যখন দেখলো, বিশ্বপালনকর্তার আদেশ অমান্য করা, গর্ব ও অহংকার করা এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অন্যায় আদেশদানের দোষ আরোপ করার মতো অপরাধগুলো তাকে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের রহমতের দরবার থেকে বিতাড়িত এবং বেহেশত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে, তখন সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা-ইসতিগফার করার পরিবর্তে দুঃসাহস দেখিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট এই দাবি জানালো যে, “কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে (আমার শয়তানি কার্যক্রম চালানোর জন্য) অবকাশ দান করুন। এই লম্বা সময়টুকুর জন্য আমার আয়ু লম্বা করে দিন।” আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের চাহিদাও ছিল এটাই। সুতরাং তিনি ইবলীসের দাবি মনযুর করলেন।

এ পর্যায়ে সে আরেকবার নিজের শয়তানি স্বভাব জাহির করে বললো, আপনি যখন আমাকে আপনার দরবার থেকে বিতাড়িতই করে দিলেন তখন যেই আদমের কারণে এই অপমান ও লাঞ্ছনা আমার ভাগ্যে জুটল, আমি তার সন্তানদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদের পিছনে, সামনে, আশপাশে তথা চারদিক থেকে তাদের গোমরাহ করবো এবং তাদের অধিকাংশকে আপনার অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান বানিয়ে ছাড়বো। অবশ্য আপনার খাঁটি বান্দাদের পথভ্রষ্ট করতে আক্রমণ করেও কাবু করতে পারব না। তারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। আমার সৃষ্টির বিধান, “যেমন কর্ম তেমন ফল” অটল থাকবে। সুতরাং যে যেমন কাজ করবে, সে তেমনই ফল ভোগ করবে। তাই যেই আদম-সন্তান আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোর রাস্তা অনুসরণ করবে, সে তোরই সাথে জাহান্নামে আযাবের ভাগী হবে। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে,

قَالَ اَنۡظِرۡنِیۡۤ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ○ قَالَ اِنَّکَ مِنَ الۡمُنۡظَرِیۡنَ ○ قَالَ فَبِمَاۤ اَغۡوَیۡتَنِیۡ لَاَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَاطَکَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِیَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَیۡنِ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ اَیۡمَانِهِمۡ وَعَنۡ شَمَآئِلِهِمۡ ؕ وَلَا تَجِدُ اَکۡثَرَهُمۡ شٰکِرِیۡنَ ○ قَالَ اخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا ؕ لَمَنۡ تَبِعَکَ مِنۡهُمۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنۡکُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ○

অর্থঃ শয়তান বললো, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, ঠিক আছে, তুই অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো, যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমি অবশ্যই বনী আদমের জন্য আপনার সরল-সঠিক পথে ওত পেতে বসে থাকবো। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছে এবং ডান ও বাম দিক দিয়ে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকরগুযার পাবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, এখান থেকে বেরিয়ে যা, লাঞ্ছিত ও অপমান অবস্থায়। তাদের মধ্য থেকে যে-কেউ তোর অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৪-১৮)

ফেরেশতাগণ যখন হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে তার সামনে সিজদা করলেন আর ইবলীস আত্মগরিমা ও হঠকারিতার দরুন কাফের হয়ে জান্নাত থেকে বেরিয়ে গেল, তখন

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সহধর্মিণী হাওয়া ‘আলাইহিস সালাম এই নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানকার নিয়ামতসমূহ তৃপ্তিভরে ভোগ করতে থাকো। আর একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো, এর কাছে-ধারেও যাবে না। অর্থাৎ সেটির ফল খাবে না। কুরআনে কারীমে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○

অর্থঃ আর আমি বললাম, হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো। কিন্তু এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৫)

হাওয়া ‘আলাইহিস সালামের সৃষ্টির বর্ণনা

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম লম্বাসময় যাবত একাকী জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু নিজের জীবনযাপনে এবং সুখ-শান্তিতে একপ্রকার নির্জনতা ও শূন্যতা অনুভব করছিলেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা হযরত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামকে পয়দা করলেন।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনীকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অন্তরে শান্তি অনুভব করলেন।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে বেহেশতের যেকোনো স্থানে বসবাস করার অনুমতি ছিল এবং যেকোনো বস্তু

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

ব্যবহার ও খাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে নির্দিষ্ট একটি গাছ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, তা ফল খাবে না, এমনকি তার কাছেও যাবে না।

এই পর্যায়ে ইবলীস এর সুযোগ গ্রহণ করলো। নিজের সুরত বদল করে, সে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামকে এই কুপরামর্শ দিল যে, এই গাছটি “অমর গাছ”। এই গাছের ফল খেলে অত্যন্ত আরাম ও শান্তির সাথে চিরকাল বসবাস করা এবং আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করা অবধারিত হয়ে যাবে। তদুপরি সে নানান উপায়ে শপথ করে তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জমিয়ে দিল যে, সে তাদের একান্ত হিতাকাংক্ষী, তাদের শত্রু নয়।

আল্লাহর নামের কসম শুনে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম চিন্তাও করতে পারলেন না যে, কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। তাই ইবলীসের নসীহত শুনে আদম ‘আলাইহিস সালাম বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন যে, আল্লাহ এটি করতে নিষেধ করেছিলেন। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে কোন কাজ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি, চিরকাল বেহেশতে থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্যে থাকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন।

সেই ফল খাওয়ার সাথে সাথেই অবধারিত পরিণতি দেখা গেল। তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁরা উভয়েই বস্ত্রহীন এবং বেহেশতী পোশাক থেকে বঞ্চিত। তখন তাড়াতাড়ি আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম দুজনেই জান্নাতের গাছের পাতা জড়িয়ে নিজ নিজ আবরণযোগ্য স্থান আবৃত করলেন। বিষয়টি যেন মানবসভ্যতার প্রকাশ ছিল; দেহ আবৃত করার জন্য সর্বপ্রথম তারা দুজন গাছের পাতা ব্যবহার করলেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার তিরস্কার নাযিল হলো এবং আদম ও হাওয়ার নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করা হলো, নিষেধ সত্ত্বেও নির্দেশ কেন লঙ্ঘন করলে?

আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস সালামের তাওবা

আদম 'আলাইহিস সালাম তো আদমই ছিলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা আর হাওয়া 'আলাইহিস সালামও তারই মতো আল্লাহর অনুগত বান্দী ছিলেন। সুতরাং তারা শয়তানের মতো বিতর্ক করলেন না বা নিজেদের ভুল অপব্যাখ্যার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করলেন না। বরং অনুতাপ ও লজ্জার সাথে স্বীকার করলেন, ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর কারণ অবাধ্যতা নয়; বরং মানবিক স্বভাবগত ভুলই এর কারণ। তবু তা ভুলই বটে, তাই তাওবা করে তার অনুশোচনা ও রোনাজারির সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, আয় আল্লাহ, এই মুহূর্তে আপনি আমাদের না ক্ষমা করলে এবং দয়া না করলে, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ওযর কবুল করলেন এবং তাদের ক্ষমা করে দিলেন।

কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার সময়, হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের এসে গিয়েছিল তাই আল্লাহ তা'আলার হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্দেশ শুনানো হলো যে, হে আদম, তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং তোমার শত্রু ইবলীসও তার শত্রুতার যাবতীয় উপকরণ নিয়ে সেখানে অবস্থান করবে। তাই তোমাকে ফেরেশতাসুলভ ও অবাধ্যতামূলক বিপরীত শক্তির মাঝখানে থেকে ঈমান ও সৎকাজের সাথে জীবনযাপন করতে হবে। এমতাবস্থায় তুমি এবং তোমার সন্তানগণ যদি খাঁটি বান্দা ও

সত্যিকার ফরমাবরদার বলে সাব্যস্ত হও, তবে তোমার আসল বাসস্থান বেহেশত অনন্তকালের জন্য তোমার ও তোমার সন্তানদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে।

অতএব, আপাতত তুমি ও তোমার বেগম দুনিয়াতে চলে যাও, আমার যমিনে গিয়ে বসবাস করতে থাকো এবং নিজের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বন্দেগীর হক আদায় করতে থাক।

তখন মানবজাতির আদি পিতা এবং আল্লাহ তা‘আলার খলীফা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম নিজের জীবনসঙ্গিনী হযরত হাওয়া ‘আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে যমিনে আগমন করলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا
نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ
لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى
حِيْنٍ ○ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

অর্থঃ হে আদম, তুমি ও তোমার বেগম জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। তবে এই গাছের কাছে যেয়ো না। তা না হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। তারপর

TOP

শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো, যাতে প্রকাশ করে দেয় তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বললো, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এই গাছ থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যেন তোমরা ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে না যাও। আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন। এভাবে সে তাদের ধোকা দিয়ে বিভ্রান্ত করলো। তারপর যখন তারা সেই গাছের ফল খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা নিজেদের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগলেন। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের বললেন, আমি কি তোমাদের এই গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? তারা উভয়ে বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও! তোমরা একে অপরের শত্রু । আর পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৯-২৫)

আদম-হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে

হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালাম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তাওবা করার পরে আল্লাহ তা‘আলা তাদের তাওবা কবুল

করলেন। কুরআন মজীদে তাদের এই তাওবার কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَتَلَقّٰۤی اٰدَمُ مِنۡ رَّبِّهٖ کَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیۡهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ ○

অর্থঃ অতঃপর হযরত আদম তার পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতে শুধু হযরত আদম 'আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, হাওয়া 'আলাইহিস সালাম হুকুমের দিক থেকে আদম 'আলাইহিস সালামের অধীনস্থ ছিলেন। আর এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহর অধিকাংশ স্থানে নারীদের কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়নি। (বরং পুরুষদের কথা উল্লেখের মধ্যে অধীন হিসাবে নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে)। (তাফসীরে মাযহারী- ১ম খণ্ড)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণার পরেও হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে কী পরিমাণ অনুতপ্ত ছিলেন, নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়াতটি দিয়ে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত আদম ও হাওয়া 'আলাইহিমাস সালাম দুইশত বছর কান্না করেন এবং চল্লিশদিন পর্যন্ত কোন কিছু না খেয়ে অনুশোচনা করতে থাকেন। তেমনিভাবে হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে একশত বছর পর্যন্ত হাওয়া 'আলাইহিস সালামের নিকটেও আসেননি।

TOP

হযরত শাহর ইবনে হাউশাব রহ. বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়ে তিনশত বছর পর্যন্ত মাথা ওঠাননি।

আলোচিত ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ দান করেছিলেন, তা ফেরেশতাদের করেছিলেন, আর ইবলীস তো জিনজাতির সদস্য, ফেরেশতাজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; তা হলে ইবলীসকে কেন অবাধ্য সাব্যস্ত করা হলো এবং তার উপর কেন আল্লাহ তা'আলার তিরস্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ইবলীস যে ফেরেশতাদের থেকে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কুরআন মজীদে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে,

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّه

অর্থঃ ইবলীস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারপর সে তার প্রতিপালকের নাফরমানী করলো। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৫০)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে সিজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন ইবলীস সেই মজলিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং লম্বা সময় পর্যন্ত সে ফেরেশতাদের সাথে তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মশগুল ছিল। এ কারণে সেও এই আদেশে আদিষ্ট ছিল এবং সে নিজেও নিজেকে এই আদেশে আদিষ্ট বলে মনে করেছিল। এই কারণেই যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি সিজদা করলে না কেন" তখন সে এই উত্তর দেয়নি যে, "আমি ফেরেশতা নই, তাই এ আদেশে আদিষ্টই ছিলাম না,

TOP

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

যার দরুন সিজদা করিনি।” বরং সে অহংকারের সাথে বলেছিল, “আমি আদমের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, কাজেই সিজদা থেকে বিরত রয়েছি।”

২. ইবলীস বিতাড়িত হয়ে বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হলো আর হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম বেহেশতেই ছিলেন। সুতরাং ইবলীসের পক্ষে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামকে বিভ্রান্ত করা কীভাবে সম্ভব হলো?

আলেমগণ এই প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর প্রদান করেছেন এবং উভয় উত্তর কোন লম্বা ব্যাখ্যা ছাড়াই বোধগম্য।

ক. যদিও ইবলীসকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তবু এক গুনাহগার ও নিকৃষ্ট মাখলুক হিসাবে বেহেশতে দাখিল হওয়া তার বিতাড়িত হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং এরূপেই সে বেহেশতে প্রবেশ করে হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের সাথে এরূপ কথোপকথন করেছিল এবং তাদের ধোঁকায় ফেলেছিল।

এক্ষেত্রে এই আয়াত اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا “সকলে এখান থেকে নেমে যাও” এটা এরই সমর্থন করছে যে, গুনাহগার মাখলুকরূপে তখন পর্যন্ত বেহেশতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি।

খ. যেভাবে একটি শব্দ টেলিফোন কিংবা রেডিওর সাহায্যে বহুদূরে যেতে পারে এবং যেভাবে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে শুধু শব্দতরঙ্গের সাহায্যে একটি পয়গাম হাজার মাইল পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে, অনুরূপভাবে এটা কেন সম্ভব হবে না যে, নিকট ও মুখোমুখি হয়ে সম্বোধন করা ছাড়াই শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষের অন্তরে পৌঁছে যাবে এবং তাতে প্রতিক্রিয়া হবে? সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে কুমন্ত্রণা

TOP

প্রদানের অবস্থা এরূপ হবে যে, শয়তান বেহেশতের বাইরে থেকেই হযরত আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিমাস সালামের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।

এ সম্পর্কিত বর্ণনা فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল) আয়াতটি থেকে এটাই প্রকাশ পায়।

৩. কেউ প্রশ্ন করতে পারে, হযরত আদম ‘আলাইহিস সালাম একজন পয়গামবর হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে আল্লাহ তা‘আলার হুকুমের খেলাফ কাজ করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন?

কুরআন মজীদে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

অর্থঃ আর আমি এর আগে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্যায়কারী পাইনি। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৫)

এখানে عَهِدْنَا শব্দটি وَصَّيْنَا অথবা أَمَرْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদ্দেশ্য হলো, আপনার বহু আগে আদম ‘আলাইহিস সালামকে তাকিদ দিয়ে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে বলেছিলাম, এই গাছের ফল খেও না। এমনকি এর নিকটেও যেয়ো না। এ ছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। আরও বলেছিলাম, ইবলীস তোমাদের শত্রু । তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম ‘আলাইহিস সালাম এসব কথা ভুলে গেলেন। তবে আমি তার মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক নাফরমানী পাইনি।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نِسْيَان ও عَزْم। نِسْيَان শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া এবং عَزْم শব্দের অর্থ কোন কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা অর্থাৎ পাক্কা ইরাদা করা। এই শব্দ দুটি দিয়ে এখানে কী বুঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার আগে একথা জেনে নেওয়া জরুরী যে, হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট নবীদের অন্যতম ছিলেন এবং সকল নবীই গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হয়ে থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে, আদম 'আলাইহিস সালাম ভুলবশতঃ তা করেছেন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই শরী'আতে একে পাপই গণ্য করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِیْ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ

অর্থঃ আমার উম্মতের ভুলবশত ও ভুলে যাওয়ার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়াও আদম 'আলাইহিস সালামের এই ঘটনা প্রথমত নবুওয়্যাত ও রিসালাতের আগেকার। এ সময় নবীদের কাছ থেকে কোন ভুল প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়ত প্রকৃত অর্থে এটা একটা ভুলে যাওয়ার বিষয়, যা গুনাহ নয়। কিন্তু আদম 'আলাইহিস সালামের উচ্চ মরতবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেছেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عِصْيَان (অবাধ্যতা) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম ‘আলাইহিস সালামের মধ্যে عَزْم তথা অন্যায়ের সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। আগেই বলা হয়েছে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম ‘আলাইহিস সালাম খোদায়ী নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল তাকে আল্লাহর হুকুম মান্য করার মজবুত সংকল্প থেকে বিচ্যুত করে দেয়। সুতরাং উক্ত ভুল কাজের মধ্যে হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রয়াস পাওয়া যায়নি।

আলোচিত বর্ণনা থেকে শিক্ষা

১. আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের রহস্য অসংখ্য। কোন মানুষের পক্ষে, তিনি আল্লাহ তা‘আলার যত সান্নিধ্যপ্রাপ্তই হোন, সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। এই কারণেই আল্লাহ তা‘আলার ফেরেশতাগণ চরম পর্যায়ের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামকে খলীফা বানানোর হেকমত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি এবং ব্যাপারটির পূর্ণ তথ্য সামনে না আসা পর্যন্ত তারা বিস্ময়ে ডুবে ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার হেকমতের বিষয় বুঝে আসুক বা না আসুক, সর্বাবস্থায় তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

২. আল্লাহ তা‘আলার রহমতের দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহ যদি কোন তুচ্ছ পদার্থের প্রতিও পড়ে যায়, তবে সে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় এবং মহাসম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং অনন্য মহত্ত্ব ও বুযুর্গী লাভ করতে পারে। আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার মূল

TOP

উপাদান-মাটির প্রতি লক্ষ্য করুন, তারপর আল্লাহ তা‘আলার প্রতিনিধিত্বের পদটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আর হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাত ও রিসালাতের পদটিও দেখুন। আল্লাহ তা‘আলার রহমতের তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সেই সাধারণ মাটি হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের পবিত্র দেহে এসে কত মর্যাদাবান হয়েছে! অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার দয়াদৃষ্টির সেই ভাগ্য ঘটনাক্রমে হয় না অথবা হেকমতশূন্য হয় না, বরং মাখলুক তার যোগ্যতা অনুযায়ীই সেই রহমতপ্রাপ্ত হয়।

৩. মানুষকে যদিও সর্বপ্রকারের বুযুর্গী দান করা হয়েছে এবং সে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, তবু তার সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত দুর্বলতা নিজের যায়গায় আগের মতই বহাল রয়েছে এবং মানব ও মনুষ্যসুলভ সেই সৃষ্টিগত দুর্বলতা তার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। এই মনুষ্য-দুর্বলতাই সেই বিষয় ছিল, যা হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চপদ অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে যান। সুতরাং কোন মানুষ, যতো বড় বুযুর্গই হোন, নিজেকে ত্রুটিমুক্ত দাবি করা মানায় না এবং ঈমানী মৃত্যুর ব্যাপারে আশংকামুক্ত হওয়া ঠিক নয়।

৪. অপরাধী হয়েও যদি মানুষের অন্তর তাওবা ও অনুতাপের দিকে নিবিষ্ট হয়, তবে তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার রহমতের দরজা বন্ধ থাকে না। অবশ্য খাঁটি তাওবা ও সত্যিকারের অনুতাপ শর্ত।

হযরত আদম ‘আলাইহিস সালামের ভুল-ত্রুটি যেমন এই তাওবা ও অনুতাপের ফলে মাগফিরাত লাভ করেছে, তদ্রূপ তার সকল বংশধরের জন্যও এই ক্ষমা ও রহমতের জগত খুবই প্রশস্ত। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

অর্থঃ (হে রাসূল,) আপনি বলে দিন, (আল্লাহ তা‘আলা বলছেন,) হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের নফসের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছ (অর্থাৎ গুনাহর কাজ করে নফসের উপর জুলুম করেছ), তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তিনি খুবই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা জুমার, আয়াত: ৫৩)

৫. আল্লাহর দরবারে বেআদবি করা ও বিদ্রোহী হওয়া যাবতীয় নেকি ও সৎকাজ ধ্বংস করে দেয় এবং স্থায়ী অপমান ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে ইবলীসের ঘটনাটি বড় উপদেশমূলক। আল্লাহ তা‘আলার দরবারে বেআদবি ও বিদ্রোহ করার ফলে তার হাজার বছরের ইবাদতের কী পরিণতি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাদের সকলকে আলোচিত কাহিনী থেকে শিক্ষা অর্জন করে অহংকার ও আত্মগরিমামূলক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থেকে তাঁর অনুগত বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

TOP